# ভর্তিতে ডিজিটাল প্রতারণা

যুগান্তর ডেস্ক

একাদশে ভর্তিতে ডিজিটাল প্রতারণার শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের না জানিয়ে তাদের রেজিস্ট্রেশন ও রোলনম্বর সংগ্রহ করে বিভিন্ন কলেজে তাদের ভর্তি করা হচ্ছে। এতে নিজেদের পছন্দমতো ভালো কলেজে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ভর্তি নীতিমালা ভেঙে এমন কাজ করা হলেও এ নিয়ে কোনো তদারকি নেই। যুগান্তরের ফুলবাড়ীয়া, পলাশ ও লালমোহন প্রতিনিধি জানান-

**ফুলবাড়ীয়া (ময়মনসিংহ) :** চলতি বছর ফুলবাড়ীয়া উপজেলার এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল থেকে পাঁচ হাজার ৭৩৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। কৃতকার্য হয়েছে চার হাজার ৯৪৪ জন। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি ইচ্ছুক অনেক শিক্ষার্থী ডিজিটাল প্রতরণার শিকার হয়ে তাদের চাহিদা মতো কলেজে আবেদন করতে পারছে না।

ফুলবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন করতে আসেন রাসেল, মতিন, রাশেদ বুলবুল ও শাহ পরান। কলেজ থেকে ভর্তির আবেদনের এসএমএস পাঠাতে গিয়ে জানতে পারে তাদের ভর্তির আবেদন করা হয়ে গেছে জনতা মহাবিদ্যালয়ে। অফিস সহকারী শরিফ উল্লাহ বলেন, কমপক্ষে আট থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী পেয়েছি, যারা ভর্তি আবেদন করতে এসে দেখেন অন্য কলেজে আবেদন করা হয়ে গেছে। শিক্ষার্থী রাশেদ বুলবুল বলেন, আমার এবং আমার পরিবারের অনুমতি ছাড়াই জনতা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি ফুলবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করতে গিয়ে জানতে পারি। জনতা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে চলতি বছর বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে আশরাফুন নাহার আঁখি। উপজেলা সদরের কম্পিউটার দোকানে আসেন চাহিদা মতো কলেজে ভর্তি আবেদন করতে। এ সময় সে দেখতে পায় তার ভর্তি আবেদন করা হয়ে গেছে শাপলা বালিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান শাখায়।

পাটুলী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখা থেকে ফরহাদ হোসেন জিপিএ-৪.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। কম্পিউটারের দোকানে তার চাহিদা মতো কলেজে ভর্তির আবেদন করতে এসে দেখেন তার ভর্তির আবেদন পড়েছে পলাশীহাটা স্কুল অ্যান্ড কলেজে। বিজ্ঞান শাখার ছাত্র হলেও তাকে না জানিয়ে মানবিক শাখায় আবেদন করা হয়েছে।

## পছন্দমতো কলেজে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

**পলাশ (নরসিংদী) :** একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযুদ্ধে ডিজিটাল প্রতারণার শিকার হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। ঘোড়াশাল পৌর এলাকার ডা. নজরুল বিন নুর মহসিন গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি হতে এসে বিড়ম্বনায় পড়ে একাধিক শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকরা। এ বিষয়ে ডা. নজরুল বিন নুর মহসিন গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মাহাবুব কবির জানান, আমার কলেজে ভর্তি হতে এসে একাধিক মেয়ে এমন বিড়ম্বনার শিকার হয়। পরে অভিভাবকরা বিষয়টি লিখিতভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানায়। এ বিষয়ে জান্নাত ফেরদৌস নামে একদশ শ্রেণীতে ভর্তি ইচ্ছুক এক ছাত্রী জানায়, কলেজে ভর্তি হতে এসে দেখি ঘোড়াশাল মূসা বিন কলেজে (ইন-১১২৭৫৭) ১ নম্বর অগ্রাধিকার দেখিয়ে অনলাইনে আবেদন হয়ে গেছে। আমি অনলাইনে কোনো আবেদন করিনি। এ বিষয়ে ঘোড়াশাল মূসা বিন কলেজের অধ্যক্ষ আইয়ুব আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, আমি কারও কাছে যাইনি।

**লালমোহন (ভোলা) :** এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের না জানিয়ে গোপনে ভর্তি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে নতুন কলেজের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার কয়েকজন শিক্ষার্থী এ ব্যাপারে লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে জানা গেছে, সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর লালমোহনের কয়েকটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভর্তি রেজিস্ট্রেশন মিশনে নেমেছে। নতুন ওই কলেজগুলো স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করে নিজেদের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের না জানিয়ে গোপনে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দের কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করতে গেলে দেখতে পায় তাদের নামে আগেই আবেদন করা হয়ে গেছে। ভর্তি নীতিমালায় এ ধরনের কাজ অপরাধ হলেও কলেজগুলো তা মানছে না। এ নিয়ে পুরাতন কলেজগুলোও শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। লালমোহন গজারিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে নুসরাত জাহান তামান্না। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভর্তি হবে পাশের অন্য একটি কলেজে। কিন্তু অনলাইনে আবেদন করতে গিয়ে দেখে তার আবেদন করে ফেলেছে গজারিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ওই কলেজের সুমন স্যার তার মোবাইল নম্বর দিয়ে আবেদন করে ফেলেছে। তার পরিবার থেকে ভর্তি পরিবর্তনের জন্য পাসওয়ার্ড চাইলে তাও দেয়া হয়নি বলে জানান ছাত্রীর মা। পরে তিনি বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করেন।